স্মৃতির শহর ইস্তানবুল

শবরী রায়

যখন আমরা একজন মানুষকে দেখি, দেখি শুধু তার বাহ্যিক অবয়ব। বা তার সেই মুহূর্তের হাসি-রাগ-দুঃখ-কান্না- অভিমানের টুকরো। হ্যাঁ—টুকরোই দেখি আমরা। আমরা যা দেখি— দেখাতে পারি না। আমাদের দেখা যেমন টুকরো, দেখানোও রয়ে যায় অসম্পূর্ণ। একজন মানুষ তার বছর-হিসেবে গোনা - জীবনে শুধুই কি একজন মানুষ? সে একটি দেশ, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, ধর্ম, বিশ্বাস, প্রেম, বিচ্ছেদ—অসংখ্য মানুষের স্মৃতির মালা। একজন লেখকের বিষাদ- স্নিগ্ধ ভালোবাসার চোখ দিয়ে দেখা তাঁর স্মৃতির শহর, শব্দাক্ষরে তাঁর আঁকা পোর্ট্রেট, ল্যান্ডস্কেপ এমনকী বিমূর্ত ছবির ছায়াচ্ছন্ন-জাদুঘর এই ইস্তানবুল। ছবি থেকে গড়িয়ে আসা রঙে, সাদায়-কালোয়, নিষ্প্রভ উজ্জ্বল থেকে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর আলোর এই আশ্চর্য চিত্র—যার প্রতিটি বিশদ খুঁটিনাটির দিকে নজর দেওয়া সম্ভব হয়েছে, লেখকের দেখার বিশেষ চোখের জন্য, শুধু সাধারণভাবে দেখার বিশেষ চোখ নয়, সেই চোখ যা ছবি আঁকতে, আঁকতে-আঁকতে দক্ষ শিল্পী থেকে সুনিপুণ লেখকের চোখে বিবর্তিত হয়েছে।

এই স্মৃতির শহর— এই ইস্তানবুল—একটি শহরের ধ্বংসের বিষাদ, ঐতিহ্যের বিষাদ, পাশাপাশি নতুন সংস্কৃতির গড়ে ওঠার বিষাদ, পুরোনো গলির বিষাদ, নতুন পথের বিষাদ, দীর্ঘ মহীরুহের বিষাদ, একদা-সুদৃশ্য কাঠের ইয়ালি-র গায়ে শ্যাওলা ও মরচের বিষাদ, পাশেই নতুন অ্যাপার্টমেন্টের জাদুঘর-সদৃশ আবছায়া অন্ধকার ড্রয়িংরুমের বিষাদ, পারিবারিক কলহের চাপা বিষাদ, ছুটির দিনের ভোজসভার মিলিত আনন্দের টুকরো-বিষাদ, সাদা-কালো ছবির মোহময় বিষাদ, রঙিন-ছবির বুদ্ধিদীপ্ত-চতুর বিষাদ, বসফরাসের প্রবহমান ঢেউয়ের বিষাদ, বসফরাস দিয়ে বয়ে যাওয়া জলের ওপর, পুরোনো জাহাজ, নৌকো, কাইকের স্থির বিষাদ, ধনীসমাজের গোপনীয়তার বিষাদ, সমসাময়িক অসংখ্য সাহিত্যিকের রচিত শব্দের স্থায়ী বিষাদ, মন্ত্রোচ্চারণের মতো একঘেয়ে, শেষ না হতে চাওয়া, একটানা গুনগুন করতে থাকা বিষাদের উচ্চারণ এই ইস্তানবুল—বিষাদের দীর্ঘ কবিতা এবং শহরের সাথে ব্যক্তি জীবনের, ব্যক্তিগত মানসজীবনের, ঐতিহাসিক ভাঙা-চোরার, সৃজনহীন সময়ের ভগ্নসংস্কৃতির, মানবিক আধুনিকতার, আচরিত ধর্মের উত্তরণের, সৃষ্টিশীল-আপ্লুত বিষাদের কবিতা এই ইস্তানবুল, হ্যাঁ কবিতাই, প্রায় সাড়ে তিনশো পাতার শহর ও জীবনের মিলিত বিষাদের কবিতা, এই বিষাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই যেন, সত্যিই কি বিষাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি চাই আমরা? বিষাদের গভীরে ডুবতে থাকার, ডুবতে থাকার বিষাদে, দু-হাত বাড়িয়ে যে আলো খুঁজি—সে আলোর ইশারাও কি প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যুর একাকী নির্জন বিষাদের নিষ্প্রভ - আলোর ইশারা নয়?

পিতা গুন্ডুজ পামুক-কে (১৯২৫-২০০২) উৎসর্গ করা এই স্মৃতিকথা (২০০৩ : ২০০৫), মূল লেখা তুর্কি ভাষায়, পৃষ্ঠাসংখ্যা তিনশো আটচল্লিশ, বইতে আলোকচিত্র সহ দু-শো ছটি ছবি রয়েছে, ইংরেজিতে বইটি অনুবাদ করেছেন ফ্রিলি। ইস্তানবুল বইটি প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন:

> Half of it is my autobiography unitl that moment and the other half in an essay about Istanbul, or more precisely a child's vision of Istanbul. It's a combination of the thinking about images and landcapes and the chemistry of a city, and that child's autobiography. The last sentence of the book reads, " 'I don't want to be an artist', I said 'I' going to be a writer'. " and it's not explained. Although reading the whole book may explain something. (Other Colours P. 361)

একেবারে ছোটোবেলা থেকে সাধারণ তিনি। পাঁচ বছর বয়সে তিনি অন্য ওরহানের অস্তিত্ব টের পেতেন—'আমার মধ্যে অন্য আমির বাস' —উপলব্ধি করেছেন। বাস্তবের জগৎ থেকে প্রয়োজনমতো কল্পনার জগতে সরে আসতে শিখে নিয়েছিলেন নিজে নিজেই। শিখেছিলেন নিখুঁতভাবে দেখতে, স্কুলে শিশু ওরহানের চোখ জানালা দিয়ে বাইরে ভেসে যেতে চাইত, দেখতেন চেস্টনাট গাছের উপরের শাখায় কাক এসে নামল, নামল কারণ তিনি নীচে থেকে দেখেছেন, তিনি দেখেছেন এর পেছনেই একটুকরো মেঘ কীভাবে তার আকার পরিবর্তন করে একটি শেয়ালের নাক তারপর মাথা—এর পরক্ষণেই তা একটি কুকুর, চোখ সরাতে পারছেন না, সেই কুকুর আকৃতির মেঘটিই হয়ে গেল দাদিমার চার-পা বিশিষ্ট রুপোর চিনির পাত্র যা সর্বদাই সাজিয়ে রাখার জন্য দেরাজে তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকত। এই নিখুঁতভাবে দেখার ক্ষমতাই তাঁকে ছবি আঁকতে এবং পরবর্তীকালে লিখতে সাহায্য করেছিল।

বিভিন্নরকমের পারিবারিক উত্থান-পতনে, ছোটোখাটো দুর্ভাগ্য বা বিপাকে তিনি নিজেই নিজেকে বাঁচাবার, নিজের কাছ থেকে পালাবার বেশ কয়েকটি কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন, তার মধ্যে বিশেষ হল অন্য ওরহানের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর অন্তরের দ্বিতীয় পৃথিবীতে চলে যাওয়া, দাদার সঙ্গে অনর্থক ছোটোখাটো ঝগড়াঝাটি বা মারমারি করা, বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো কিংবা বসফরাসের ওপর দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া নানা ধরনের ছোটো বড়ো জাহাজ গুনতে থাকা।

শিশু ওরহানের ধারণা ছিল যে ঈশ্বর একজন সাদা স্কার্ফ জড়ানো মহিলা, 'ধর্ম' - অধ্যায়ে তিনি জানিয়েছেন যে শৈশবে তিনি বাড়ির কর্মচারী ও ভৃত্যস্থানীয়দেরই ধর্মাচরণ করতে দেখেছেন, দাদিমা, আব্বা, মা, চাচা, চাচি কেউই কখনো একদিনের জন্যও উপবাস করেননি। অথচ রমজানের সময় সন্ধ্যেবেলায় যারা রমজানের রোজা রাখতেন তাদের চাইতে কোনো অংশে কম ভোজের আয়োজন তাঁদের বাড়িতে থাকত না, দরিদ্র যারা, শিশুদের পড়াতে পারত না, রাস্তার ভিখিরি, ভূমিকম্পে গৃহহীনদের উদ্দেশে মা যখন বলতেন, 'May God help them', তখন তাঁর মনে হত তাঁদের মতো ধনীদের এ

এক অপরাধবোধ থেকে বলা (ঈশ্বরের উদ্দেশে), তাঁর ধারণা হয়েছিল দরিদ্রদের জন্যই আল্লাহ্ রয়েছেন, তাঁদের মতো ধনীদের আল্লাহ্-এর কোনো প্রয়োজন নেই। ধর্মীয় আদর্শের ক্ষেত্রে ইস্তানবুলের সম্ভ্রান্ত ধনী সমাজে তিনি এক ধরনের শূন্যতা লক্ষ করেছেন। এই শূন্যতা এক ধরনের নৈঃশব্দ্যের নামান্তর। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, ধর্ম-মত নিরপেক্ষ, লোকায়ত পরিবারগুলি এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে নৈঃশব্দ্য অবলম্বন করতেন। তাঁরা মন খুলে গণিতবিদ্যা, স্কুলের সাফল্য, ফুটবল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেন কিন্তু অস্তিত্বের বিষয়ে প্রশ্ন উঠলে— ভালোবাসা, প্রেম, ধর্ম, জীবনের মানে, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদি এইসব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নিজেদের মনোযোগ রেডিয়োর গানেই দিতেন বা ফিরে যেতেন নিঃশব্দে নিজেদের অন্তর্জগতে।

তিনি পরিহাসের সঙ্গে বলেছেন বারো বছর বয়স হতে না হতেই তার ধর্মবিষয়ে আগ্রহ এবং অপরাধবোধ থেকে যৌনতার বোধের দিকে উৎসাহ আবর্তিত হতে চেয়েছে স্বাভাবিকভাবে। একবার তিনি উপবাস করেছিলেন, যদিও তেমন খিদের অনুভব বোধ করেননি, মা তার জন্য হেরিং জাতীয় ছোটোমাছ মেয়োনিজ, ও মাছের স্যালাড্ বানিয়েছিলেন ইফতারের (Ramzan feast) জন্য, খাওয়ার পর তিনি 'কোনাক সিনেমা'-য়, হলিউড মুভি দেখতে চলে গিয়েছিলেন, সুখ ও শান্তি অনুভব করেছিলেন এই জন্য ঈশ্বরের প্রতি যত না তার চাইতেও কৃচ্ছ্রসাধনার পরীক্ষায় নিজে সফল হয়েছিলেন বলে।

পাশ্চাত্যের আদর্শে বড়ো হয়ে ওঠা এই লেখক ধর্মমতের উদারতার কারণে কট্টরদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছেন। আচরণই যদি ধর্ম হয়, তবে যে আচরণ আমরা শৈশব থেকে শিক্ষা করি বা পাই সে আচার আচরনই আমাদের ধর্ম। নিজের লেখক সত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ তিনি। লেখাই যেন তাঁর ধর্ম আচরণ, একজন প্রকৃত লেখকের সত্যিসাহিত্য যা হওয়া উচিত। এক সাক্ষাৎকারে দেখতে পাচ্ছি তিনি বলেছেন:

> When I'm traveling and not alone at my desk, after a while I get depressed. I'm happy when I'm alone in a room and inventing, More than a commitment to the art or to the craft, which I am devoted to. it is a commitment to being alone in a room. I continue to have this ritual, believing that what I am doing now will one day be published, legitmizing my daydreams. I need solitary hours at a desk with good paper and a fountain pen like some people need a pill for their health. I am committed to these rituals.

তুরস্কের জনপ্রিয় লেখক তিনি। শুধু দেশ বা দেশের কারণে তাঁর লেখা নয়। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাই তাঁর লেখা পড়ুক, তাই তিনি চান। পিতার কাছে শুনেছেন তাঁর (পিতার লেখক বন্ধুরা 'only addressing the national audience'। তাঁর লেখা ষাটটি ভাষায় অনূতিত হয়েছে। এবং প্রায় এক কোটি লোক পড়েছেন সেসব লেখা। এই পাঠকের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন। শুরু থেকেই তিনি পাঠককে কেবল সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেননি। এমন করলে পাঠক ঠিকই বুঝতে পারবেন এ তিনি জানেন। ইস্তানবুল জানায় কতখানি একাকী তাঁর ব্যক্তিসত্তা, খুব ছোটো নির্জন পরিবার তাঁর কখনোই ছিল না। বৃহৎ পরিবারেই বড়ো হয়েছেন তিনি। ভিড় যেন তাঁর কল্পনার সূত্র ছিঁড়ে দিত। নির্জন একাকিত্বকে তিনি অনুভব করেছেন। এই যন্ত্রণা তাঁর কল্পনাশক্তিকে সঞ্জীবিত—উদ্দীপ্ত করেছে প্রকৃত শিল্পীর মতো।

সাত বছর বয়স থেকে ছবি আঁকতেন তিনি। বাড়ির সবাই মনে করতেন ভবিষ্যতে তিনি হবেন এক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। বাইশ বছর বয়সে তিনি ছবি আঁকার বদলে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেন লেখক হবার। এবং লিখতে শুরু করেন তাঁর প্রথম উপন্যাস। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত কিছু কবিতাও লিখেছেন তিনি, তুর্কি ভাষায় তা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু পরে তিনি আর তা লেখেননি। এ বিষয়ে বলেছেন :

> my Explanation is that I realized that a poet is someone through whom God is speaking. You have to be possessed by poetry. I tried my hand at poetry but I realized after some time that God was not speaking to me. I was sorry about this and then I tried to imagine-if God were speaking through me, ehat would he be saying? I began to write very meticulously, solwly, trying to figure this out, that is prose writting, fiction writting. So I worked like a Clerk. Some other writers consider fiction writting. so I worked like a clcrk. Some other writers consider this expression to be a bit insult. But I accepted it. I work like a clerk.

কী আশ্চর্য স্বীকারোক্তি, এবং অদ্ভুত তাঁর ধৈর্য ও অধ্যবসায়, দিনে দশ ঘন্টা চেয়েছেন, ডেস্ক-এ বসেন তিনি। প্রাত্যহিক পারিবারিক জীবনের বাইরে লেখাকে রাখতে চেয়েছেন, ঘোরতর সংসারে কল্পনাশক্তি ডানায় ভর করে উড়তে পারে না, এ বিশ্বাস তাঁর।

দাদিমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি পাশ্চত্যের প্রভাবিত সংস্কৃতির দিকেই তাঁর রায় দিতেন, কিন্তু ওরহানের মতে তিনি সাধারণ ইস্তানবুলীয়দের মতোই না-প্রাচ্য না-পাশ্চাত্য কোনো কিছুতেই কোনো উৎসাহ তাঁর ছিল না, উৎসাহ ছিল না মনুমেন্ট, ইতিহাস বা শহরের সৌন্দর্যের প্রতি, খুব কমই বাড়ি থেকে বেরোতেন তিনি। ইতিহাসের অধ্যাপিকা হবার মতো পড়াশুনা তাঁর ছিল।

উনিশশো সতেরো সালে এনগেজমেন্ট -এর পর তিনি দাদাজির সাথে রেস্টুরেন্ট -এর যান, এবং দাদাজি তাঁকে ডিংক অফার করেন, (অবশ্যই তা ছিল চা বা লেমনেড, তাঁর বুঝতে ভুল হয়েছিল) তিনি অন্যরকম ভেবে বলেছিলেন, 'আমি কখনো অ্যলকোহল ছুঁয়ে দেখিনি।'

এর চল্লিশ বছর পর তিনি ক্বচিৎ-কদাচিৎ পারিবারিক উৎসবে ছোটো গ্লাস বিয়ার নিলেই এ প্রসঙ্গ কেউ না কেউ উত্থাপন করত, প্রতিবারই তিনি শুনে খুব হাসতেন এবং তাঁর পরেই দাদাজির লিউকেমিয়ায় অকালমৃত্যুর কারণে অশ্রুবিসর্জন

করতেন।

সারাদিন নিজের ঘরে কাগজ পড়তেন, কখনো বালিশের ঢাকনায় ফুলের এমব্রয়ডারি করতেন কখনো-বা নিশান্তাসির সমবয়সি সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সঙ্গে দুপুরে সিগারেট খেতে খেতে বেজিক (bezique) খেলতেন, কখনো-বা পোকার। লাল টুকটুকে ভেলভেটের পাউচে থাকত তাঁর পোকারের গুটি, সঙ্গে কিছু রাজারানির মনোগ্রাম করা মুদ্রা, যা লেখকের খেলার সামগ্রী ছিল।

এর কুড়ি বছর পর অন্য অ্যাপার্টমেন্টে থাকাকালীন লেখক মাঝে-মধ্যে দাদিমার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন—তিনি দেখতে পেতেন সেই ঘর, একই ব্যাগ, একইরকমের খবরের কাগজ, বালিশ এবং অদ্ভুত ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ, সেই একই ধরনের ঝিমধরা মিশ্রিত গন্ধ: সাবান, কোলন, ধুলো এবং কাঠের।

তাঁর চামড়ায় বাঁধানো একই রকমের নোটবুকে নানা বিল, পরিকল্পনা, স্মৃতি, খাবার খরচ ইত্যাদি লেখা থাকত, তাঁর হাতে চুম্বন করলেই তিনি লেখকের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিতেন, যা লজ্জা এবং আনন্দের সঙ্গে পকেটস্থ হত তৎক্ষণাৎ। তাঁর নোটবুক থেকে তিনি পড়ে শোনাতেন— 'আমার নাতি ওরহান এসেছিল, সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং ভারী মিষ্টি ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্যবিদ্যা পড়ছে, আমি তাকে দশ লিরা দিলাম। আল্লাহ্-এর দোয়াতে সে একদিন সফল হবে এবং পামুক পরিবারের নাম উজ্জ্বল করবে আবার। যেমন ওর দাদাজির সময়ে ছিল।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে থাকতেন, তাঁর হাসিতে যে ব্যঙ্গের ভাব ছিল তা কি তাঁর নিজের প্রতি, ওরহান ভাবতেন। এইরকম সাধারণ সব ছবি অসাধারণভাবে আঁকা হয়েছে এই লেখায়। দাদিমার তুলনায় ওরহানের মা যেন আমাদের বিশেষ পরিচিত। তাঁর পছন্দের ওটোম্যান সুলতান ওরহানের নামে তিনি ছেলের নাম রেখেছিলেন। ছেলের ভবিষ্যৎ বিষয়ে স্বাভাবিক উদ্‌বিগ্ন তিনি, যে ছেলে স্কুলে যেতে চায় না, হোমওয়ার্কের বদলে ছবি এঁকে চলে, রাগ হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে পথে হাঁটে, কলেজে স্থাপত্যবিদ্যার ক্লাসের চাইতে প্রেমিকার পোর্ট্রেট বানানোর আগ্রহী। সব মায়ের মতোই তিনি বইয়ের নানা জায়গায় বলেছেন— 'ছবি তো ভলোই হয়েছে, বেশ হোমওয়ার্ক হয়েছে সোনা—' 'স্থাপত্যবিদ্যা পড়বে না তো কী করবে? আমার মতো ঘরে বসে থারবে?' —'ছবি এঁকে নিজের জীবন চালাবে? আমরা তত ধনী নেই আর এখন'—'এটা প্যারিস নয়, এটা ইস্তানবুল'—'সবাই জানে ভ্যান গঘ, গগ্যাঁ এঁরা এক একজন পাগল', —'আমি চাই না সবাই জানুক তোমার মাথায় গণ্ডগোল আছে'—'তোমাকে একলাই কাটাতে হবে জীবন, কেউই বুঝতে পারবে না কেন শুধু ছবি আঁকার জন্য তুনি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিলে'—'তুমি যদি স্থপতি না হতে পার তবে গরিব, পাগল শিল্পী হবে, যাদের অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। আজেবাজে লোক তোমায় হীন চোখে দেখে যাবে' —একজন সাধারণ মায়ের অত্যন্ত সাধারণ উদ্‌বেগ, যে মা সাংসারিক জীবনে পোড় খেয়েছেন, পারিবারিক কলহ, বিত্তশালী অবস্থা থেকে সাধারণ অবস্থায় পৌঁছোনো, তারপর বাড়ি বদলের জন্য গোছগাছ, স্বামীর জন্য রাতের পর রাত একলা জেগে জেগে ক্লান্ত হওয়া, সাদা কালো টিভিতে পুরোনো মুভি দেখা ইত্যাদি। মায়ের সঙ্গে তর্কবিতর্কে ওরহানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা, প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত শহরের অন্ধকার পথঘাট তার সান্ত্বনা, বইটির শেষ অধ্যায়ের শেষ লাইনে তিনি লিখছেন, 'আমি আর চিত্রশিল্পী হতে চাই না, আমি একজন লেখক হয়ে উঠব'...

বাইশ বছর পর্যন্ত এই আত্মজীবনীমূলক স্মরণমালায়—আর একজনের কথা না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যায়, জীবনের প্রথম নারী, জীবনের প্রথম প্রেম। হয়তো সবার জীবনেই এমন প্রেম থাকে। যা স্মৃতি থেকে গল্প হয়ে ওঠে একদিন। একে গল্প না বলে শব্দে-নৈঃশব্দ্যে কবিতা বলাই ঠিক হবে মনে করি। স্বভাবিক কারণেই নাম গোপন করতে হয়েছে তাঁকে। 'কালো গোলাপ' নামে উৎসর্গীকৃত কবিতার মতো এই পঁয়ত্রিশতম অধ্যায়টির নাম 'প্রথম প্রেম'। উনিশ বছর বয়সি এক নতুন যুবকের সঙ্গে তার চাইতে কিছু ছোটো এক সুন্দরী মেয়ের প্রেম। যে মেয়েটি মডেল হয়েছিল ওরহানের, একজন স্কুল-ফেরত, একজন কলেজ পালিয়ে দেখা করত। প্রথমে পনেরো দিন অন্তর সিহাঙ্গির-এর স্টুডিয়োতে এরপর সাতদিনে একদিন তাঁদের দেখা হত। খুব অল্প শব্দে—প্রায় নৈঃশব্দ্যের আলতো তুলির স্পর্শে আঁকা ষোলো পৃষ্ঠার পরিচ্ছেদটি (যাতে ওরহানের আঁকা কালো গোলাপের একটি ছবিও রয়েছে) এককথায় অনবদ্য। অসাধারণ ভালোবাসা শুরু হওয়ার বর্ণনা, জানাজানি হয়ে যাবার পর কালো গোলাপকে সুইট্‌জারল্যান্ডে পাঠিয়ে দেবার আগে তাদের শেষ দেখা হওয়ার বর্ণনা, চলে যাবার পর একটি মাত্র চিঠি সে ওরহানকে লিখেছিল, এইসব বিষাদের শীতের বর্ণনায় পাঠকও কেঁপে ওঠেন। পরিচ্ছেদটির শেষ দুটো লাইন এরকম:

> আমি তাকে (কালো গোলাপ) ন-টি চিঠি লিখেছিলাম, এর মধ্যে সাতটি আমি খামে পুরেছিলাম। পাঁচটি ডাকে দিয়েছিলাম। আমি তার একটিরও উত্তর পাইনি।

কবি, লেখক ও গ্রন্থকার আহমেদ রসিম— সংবাদপত্রে কলাম লিখনে যিনি তাঁর লেখা একটি লাইন প্রবেশক হিসেবে ব্যবহৃত, এই বইটিতে। উৎসর্গের পরের পৃষ্ঠাটিতে লেখা আছে— 'The beauty of a landscape resides in its mealancholy.' -Ahmet Rasim পঞ্চদশ পরিচ্ছেদটির নাম 'Ahmet Rasim and Other City Columnists'.

এছাড়া লেখকের প্রিয় কবি ইয়াহিয়া কামাল, স্মৃতিকথাকার আব্দুল সিনাসি হিসার, ঔপন্যসিক আহমেদ হামদি তানপিনার, এবং সাংবাদিক বেসাত একরেম কোচু এঁদের নিয়ে লিখিত হয়েছে একাদশ পরিচ্ছেদ— 'Four lonely melancholic writers.'

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে Reset ekrem Kocu -র কাজ নিয়ে লিখেছেন 'Resat Ekrem Kocu's Collection of Facts and Curiosities : The Istanbul Encyclopedia'. Tanpinar সম্পর্কে তিনি (Other Colours-এ) লিখেছেন, 'Tanpinar was a poet, essayist, and novelist... Tanpinar's poetry was influenced by Valery, his novels

by Dostoyevsky, and his essays are informed by Gide's logic and lack of inhibition.'

ইস্তানবুলের সাহিত্যিক, লেখক, কবিরা অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশগুলির লেখক শিল্পী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে, তাঁদের কাজের আভাস ও কখনো বিশদ বর্ণনা এবং কাল্পনিক কথোপকথন লেখকের কাছ থেকে আমাদের উপরি পাওনা।

লেখক, সাংবাদিক, কবি অনুবাদক ও ঔপন্যাসিক থিওফাইল গ্যতিয়েঁ বন্ধু ছিলেন নার্ভালের, প্যারিসে তাঁরা খুব কাছাকাছি থাকতেন, নার্ভালের দুঃখজনক মৃত্যুর (আত্মহত্যা)। পর গ্যতির্য়ে-র তাঁর বন্ধুর ওপর লেখা স্মরণিকা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী, তাঁরা দুজনেই ইস্তানবুলে ভ্রমণ করেন, গ্যতিয়েঁর সত্তর দিন ইস্তানবুল পরিভ্রমণের ফল কনস্তানতিনোপোল -এর নাম হয়তো অনেকেরই জানা, তবুও ইস্তানবুলের চব্বিশতম পরিচ্ছেদ 'Gautier's Melancholic Strolls through the City's poor Neighbourboods' —এই পরিচ্ছেদের ছবি ও লেখার অন্য স্বাদে উল্লেখের দাবি রাখে।

সর্বোপরি অ্যালব্যের কামু, ফ্ল্যাবেয়ার ভিক্টর হুগো, ভার্লেইন, মালার্মে, ভ্যালেরি, এডগার অ্যালান পো, নাবোকভ, নাইপল ইত্যাদি বহু সাহিত্যিক, শিল্পী ভান গঘ, গগ্যাঁ, মেলিং ও আরও অন্যান্য-র উল্লেখ আমরা পাই, যা আমাদের সমৃদ্ধতর করে অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

নিজের পরিবার, আত্মজন, সাহিত্যিক শিল্পী ছাড়াও রয়েছে, ইতিহাসের কথা, ইস্তানবুলের ইতিহাস, ইস্তানবুল নামকরণের আগে ছিল কনস্তানতিনোপোল, আঠাশে মার্চ উনিশশো ত্রিশে টার্কিস পোস্টাল সার্ভিস 'ল' -অনুযায়ী 'ইস্তানবুল' নামটি এই শহরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়। গ্রিক শব্দগুচ্ছ (Eis Tin Polin যার অর্থ 'শহরের দিকে') থেকে ইস্তানবুল নামকরণ হয়েছিল।

ইস্তানবুলের ইতিহাসে রয়েছে আগুনের আঁচ ও ধ্বংসের ঝড়ের কথা। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে প্রায় তিনশো পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত, ষোড়শ শতাব্দীর দিকে কাঠের বাড়িগুলি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, বাড়িগুলির একতলা পাথর ও ইটে তৈরি হত, সিঁড়ির ধাপ হত মার্বেল ও টাইলস্ -এর, প্রতিবেশি এই বাড়িগুলি আগুন লেগে যেত, গভীর রাতে সেই আগুনের লেলিহান শিখার স্থায়ী ছবি শিশু ওরহানের মনেও দাগ কেটে ছিল। ধীরে ধীরে পুরোনো ইস্তানবুলের পরিবারগুলি অট্টালিকা ছেড়ে আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট-এ বসবাস শুরু করল। শোকের সঙ্গে পুরোনো বাড়ির স্মৃতিচারণ করলেও এই পরিবারগুলি অত্যাধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট-এ নিজেদের জীনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য চলে যেতে চাইতেন। উনিশশো চল্লিশের শেষে এবং উনিশশো পঞ্চাশের প্রথম থেকে স্থাপত্যের পরিবর্তন শুরু হয়। সারা শহরে ট্যাক্সিন স্কোয়রের মতো নতুন পাবলিক স্কোয়ার, বুলেভার্ড ও অ্যাভিনিউ তৈরি হতে থাকে। অনেকসময়েই বহু পুরোনো এবং ঐতিহাসিক প্রাসাদ ভেঙেও তৈরি হতে থাকে নতুন স্থাপত্য। প্রাচীন ঐতিহ্যের ধ্বংস, ধ্বংসের বিষাদের তীব্র অনুভব 'হুজুন' বিবৃত করেছেন দশম পরিচ্ছেদে। এই পরিচ্ছেদের দীর্ঘতম বাক্য উল্লেখ না করে পারছি না। আড়াই পাতা জুড়ে একটি বাক্য লেখা হয়েছে। তিনি বলেছেন : 'Even the compostition of my sentences- I prepare the reader for something and then I surprise him. Perhaps that's why I love long sentences.' (Other Colours : P. 376) বসফরাসকে বাদ দিয়ে ইস্তানবুল অকল্পনীয়।

বত্রিশ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রণালী এই বসফরাস Sea of Marmara-কে ইস্তানবুলের Black Sea-এর সঙ্গে যুক্ত করেছে, যা এশিয়া ও ইয়োরোপকে আলাদাভাবে ভাগ করেছে। গ্রিক পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী, জিউস এক সুন্দরী রমণীর প্রেমে পড়েন যার নাম ইয়ো, জিউসের স্ত্রী হেরা এই ব্যাভিচারের কথা জানতে পারার পর রাগ করে তাকে একটি গোরু বানিয়ে দেয়, সেই গোরু যখন এই প্রণালী লাফিয়ে পার হয়ে চলে যায়, এই প্রণালীর নাম হয় বসফরাস। পৌরাণিক গল্প এটি। bow = cow এবং poros = crossing place : অর্থাৎ Bsophorus = crossing place of the cow.

পাশ্চাত্যের শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা বসফরাসের দৃশ্য ছবিতে ধরে রেখেছেন মেলিং তাঁদের অন্যতম। তাঁর বই Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore-লেখকের কাছে তা একটি কবিতার লাইনের মতো। আঠরোশো উনিশে তা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর জন্ম হয়েছিল, সতেরোশো তেষট্টি সালে। তিনি একজন ইয়োরোপিয়ান, পড়াশুনা করেছিলেন গণিত, স্থাপত্যবিদ্যা এবং চিত্রশিল্প নিয়ে। তাঁর আঁকা ছবি, তাঁর কাজের তুলনা এখনও বুঝি খুঁজে পাওয়া ভার। তিনি হাতিস সুলতানের হয়ে কাজ করতেন, এখন যাকে আমরা ইন্টেরিয়ার ডেকরেটর বলি। সেই সময়কার ইস্তনবুল থেকে কোনো স্মৃতিকথা, উপন্যাস আমরা পাই না, কিন্তু হাতিস সুলতান ও মেলিং-এর পত্র বিনিময়ের ফলে আমরা তখনকার ভাষা সম্পর্কে জানতে পারি, জানতে পারি, একজন সুলতান-কন্যা কেমনভাবে কথা বলতেন, মেলিং ও তাঁর বিনিময় করা পত্রে সেই সময়ের ছবি ধরা রয়েছে, সপ্তম পরিচ্ছেদে 'Melling's Bosphours'–অসাধারণ ছবিও এই চিঠির জন্য উল্লেখযোগ্য মনে করি।

বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ইস্তানবুল : স্মৃতিগুচ্ছ এবং শহর-এর বিভিন্ন প্রচ্ছদ আমরা দেখতে পাই।

ইস্তানবুল—একজন শিশু থেকে যুবকের শুধু আত্মকথা ভাবলে সত্যিই খুব কম ভাবা হবে। এই পরিসরে রয়েছে, একজন শিশুর বড়ো হয়ে ওঠা, তার তৈরি হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ, শিক্ষাসংস্কৃতি, শিল্পকলা, মানসিক দ্বন্দ্ব, বসফরাস, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লেখকগণ। একটি শহরের ধ্বংস ও তার পুনর্নির্মাণের ইতিহাস এবং এর বিষাদ, সব জড়িয়ে এক আশ্চর্য স্মৃতি মালা।